৫

দলীয় ঋণ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ
কর্মসূচী

হ্যান্ড–আউটসমূহ

ঋণের প্রয়োজনীয়তা

উপকূলীয় দরিদ্র জেলেদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের অভাব অন্যতম। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন কর্মকান্ডের জন্য উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ঋণের প্রয়োজন হয়। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে তাদেরকে প্রয়োজনের সময় স্থানীয় মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ও কঠিন শর্তে ঋণ নিতে হয়। ফলে এ ঋণ তাদেরকে আরও গরীব করে ফেলে। উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন উপকরণের পাশাপাশি ঋণও একটা শক্তিশালী উপকরণ যা তাদের সংগঠন বা সংগঠনের মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে গৃহীত বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করে। কেবলমাত্র নিজস্ব তহবিল সৃষ্টি, আভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশ এবং সরকারী সাহায্য ও সেবা লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীর আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যথেষ্ট নয়। বর্ধিত আয় ও ত্বরিত কর্মসংস্থানের জন্য তাদের দক্ষতাকে কাজে লাগানোর নিমিত্তে অর্থের প্রয়োজন হয়। কিন্তু লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীকে অর্থ যোগান দেওয়ার মত প্রতিষ্ঠান নাই বললেই চলে। সুতরাং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বর্ধিত আয় এবং কর্মসংস্থান যাতে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যাপকতা লাভ করতে পারে সেজন্য ঋণের অত্যন্ত প্রয়োজন। এই ঋণের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যাতে করে মানুষকে পরনির্ভর না করে সমাজে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে পারে তার জন্য সহায়তা করা।

ঋণের উদ্দেশ্য

১. আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আনয়ন
২. পেশাগত দক্ষতা ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ করা
৩. নুতন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা
৪. ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি করা
৫. স্থানীয় সম্পদের উৎপাদনমুখী ব্যবহার ও সম্প্রসারণ করা
৬. নুতন নুতন কর্মকান্ডের উদ্ভাবন করা
৭. সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা
৮. ঋণ সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি সৃষ্টি করা

এক কথায় ঋণের প্রথম ও অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে,
"আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা"

ঋণ প্রদানের নীতিমালা

১. ঋণ নিজেই নিজের দায় পরিশোধে সক্ষম হবে। এমনভাবে ঋণ প্রদান করতে হবে যে, ঋণের টাকা ব্যবহার করে অর্জিত মুনাফা থেকেই ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধ করবে
২. এক স্কীমের টাকা অন্য স্কীমে ব্যবহার করা যাবেনা
৩. যেহেতু দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে (দরিদ্র জেলেদেরকে) নিয়ে কাজ করাই উদ্দেশ্য, সেহেতু ঋণ বিতরণের সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন ঋণের কারণে সে নিঃস্ব হয়ে না পড়ে
৪. গরীব লোকের জমি ও সম্পদ হস্তগত করার জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে না
৫. বিবাহ, খাওয়া-পরা, মৃত্যু-পরবর্তী অনুষ্ঠানাদির খরচের জন্য ঋণ দেয়া যাবে না
৬. নৈতিকতা বিরোধী কোন কর্মকান্ডের জন্য ঋণ দেয়া যাবে না
৭. উন্নয়ন ও উৎপাদনের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত কর্মকান্ডে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে

ঋণের প্রকার ভেদ

সময়ের দিক বিবেচনা করে প্রধানতঃ ঋণকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারেঃ

১. স্বল্প মেয়াদী ঋণঃ মেয়াদ ১২ মাস বা ১ বৎসর পর্যন্ত
২. মধ্যম মেয়াদী ঋণঃ ১৩ মাস থেকে ৩৬ মাস পর্যন্ত
৩. দীর্ঘ মেয়াদী ঋণঃ ৩৭ মাস বা তর্দুদ্ধ সময়ের জন্য দেয়া সমস্ত ঋণ এ শ্রেণীভুক্ত

ঋণের মাধ্যমে গৃহীত প্রকল্পের ধরন

১. ব্যক্তিগত প্রকল্পঃ সমিতির সদস্য ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ সমিতির মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ করে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারেন। ঋণ পরিশোধের জন্য ঋণ-গ্রহীতা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগতভাবে দায়ী।

২. যৌথ প্রকল্পঃ সমিতির সকল সদস্য মিলে যৌথভাবে কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত প্রকল্পকে যৌথ প্রকল্প বলা যায়। এ ধরনের প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা যৌথভাবে করা হবে। কিন্তু প্রকল্পে নিয়োজিত সদস্যগণ বিনিয়োগের জন্য ব্যক্তিগতভাবে ঋণগ্রহণ করবেন এবং ঋণ পরিশোধের জন্যও ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

বিনিয়োগের প্রকৃতি ও ধরনের উপর ভিত্তি করে ঋণকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়

১. সমিতির সদস্যদের সরাসরি কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের যে বিষয়ে পেশাগত দক্ষতা আছে তার উপর নির্ভর করে যে সকল প্রকল্পের উপর ঋণ দেওয়া হয় এই ঋণের একটি উদ্দেশ্য থাকে যে, ঋণ গ্রহীতা ঋণের টাকা ব্যবহার করে যেন তার বা একাধিক লোকের সাময়িক বা স্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে।
এভাবে অনেকেই মাছ চাষ, মাছ ধরা, মুরগী পালন, হাঁস পালন, জাল বুনন ইত্যাদি পেশায় নিয়োজিত হতে পারে।

২. সম্পদ সমাবেশের জন্য ঋণঃ এলাকায় অ-ব্যবহৃত সম্পদকে ব্যবহার করে উৎপাদনমুখী করার জন্য উপকরণাদি ও আর্থিক সহযোগিতার জন্য যে ঋণ দেওয়া হয় তা এ শ্রেণীর আওতাভুক্ত।
যেমনঃ অব্যবহৃত জলাশয় , হাওড়, বাওড় ইত্যাদিকে কাজে লাগানোর জন্য ঋণ।

ঋণ প্রদানের শর্তাবলী

গঠন হওয়ার সাথে সাথেই কোন সমিতিকে ঋণ দেওয়া হয় না। ঋণ পাওয়ার জন্য সমিতিকে কতকগুলি কর্মকান্ডের ধারাবাহিকতা অতিক্রম করতে হয় এবং নির্দিষ্ট কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়।
যেমনঃ

১. নিয়মিতভাবে সমিতির সাপ্তাহিক সভা অনুষ্ঠিত হতে হবে
২. সাপ্তাহিক সভাগুলিতে কমপক্ষে ৯০% সদস্য উপস্থিত থাকতে হবে
৩. সমিতির অবশ্যই একটি ব্যাংক একাউন্ট থাকবে
৪. সমিতির নির্বাচিত/মনোনীত পরিচালনা কমিটি থাকবে
৫. ঋণ গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সঞ্চয় তহবিল থাকতে হবে
৬. ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক সদস্যকে সমিতির সাপ্তাহিক সভাগুলিতে কমপক্ষে $\frac{২}{৩}$ অংশ সভায় উপস্থিত থাকতে হবে
৭. ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক সদস্যকে সমিতির অনুষ্ঠিত $\frac{২}{৩}$ অংশ সাপ্তাহিক সভায় নিয়মিত সঞ্চয় জমা দিতে হবে
৮. ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক সদস্যের অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের কাছে ঋণ থাকতে পারবে না
৯. ব্যক্তিগত বা যৌথ যে কোন প্রকল্পে ঋণ গ্রহণের জন্য একজন সদস্যের আবেদনকৃত ১ম ঋণের জন্য ৩% সঞ্চয় তহবিলে জমা থাকতে হবে

এভাবে প্রতিটি ঋণের ক্ষেত্রেই ৩% হিসাবে সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে
যেমনঃ ১ম ঋণের ক্ষেত্রে সঞ্চয়ের পরিমাণ আবেদনকৃত ঋণের...৩%
২য় ঋণের ক্ষেত্রে সঞ্চয়ের পরিমাণ আবেদনকৃত ঋণের..৬%
৩য় ঋণের ক্ষেত্রে সঞ্চয়ের পরিমাণ আবেদনকৃত ঋণের... ৯%

১০. একজন সদস্যকে একই সাথে দুইটির বেশী ঋণ দেয়া যাবে না। তবে কোন অবস্থায়ই একজন ঋণ-গ্রহীতার কাছে কোন সময়ই ৫০০০ টাকার বেশী থাকতে পারবে না
১১. ঋণ গ্রহণের সিদ্ধান্তের জন্য সমিতির ৯০% সদস্যের উপস্থিতিতে $\frac{৩}{৪}$ ভাগের সম্মতিক্রমে ঋণ গ্রহণের রেজুলেশন করতে হবে
১২. সমিতির কোন সদস্য অন্য কোন সংগঠন বা সংস্থায় যোগদান করলে তাকে ঋণ দেয়া যাবে না

ঋণ প্রদানের পদ্ধতি

১. ঋণ মঞ্জুরীর পর পরই সমিতির পক্ষে পরিচালনা কমিটি চুক্তিনামা সই করবেন এবং ঋণের গ্যারান্টার হবেন
২. ব্যক্তিগত ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা একটি ব্যক্তিগত গ্যারান্টি বন্ড নামে চুক্তিপত্র করে ঐ বন্ডের উপর রেভিনিউ ষ্টাম্প লাগিয়ে সই করবেন
৩. ঋণ গ্রহীতারা ঋণ গ্রহণের পূর্বেই ব্যক্তিগত গ্যারান্টী-বন্ডে সই করবেন এবং নিজে উপস্থিত থেকে ঋণের টাকা গ্রহন করবেন
৪. যে সমস্ত ঋণের বিপরীতে কোন সম্পদ থাকবে যেমন-জাল, নৌকা, পুকুর বা নদী লীজ ইত্যাদির উপর ঋণ দেওয়া হলে ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত সম্পদ মৎস অধিদপ্তরের নিকট বন্ধক থাকবে

৫. সকল ঋণ পরিচালনা কমিটির উপস্থিতিতে ঋণ গ্রহীতার মধ্যে বিতরণ করা হবে
৬. কোনক্রমেই একজনের নামে অনুমোদনকৃত ঋণ অন্য সদস্যকে দেওয়া যাবে না
৭. একজন ঋণ-গ্রহীতার নামে মঞ্জুরীকৃত ঋণের বেশী বা কম টাকা বিতরণ করা যাবে না। যদি সংগত কারণেই একজনের মঞ্জুরীকৃত ঋণের চেয়ে কম টাকার প্রয়োজন হয়, তা হলে মঞ্জুরীকৃত ঋণ বিতরণ করে অপ্রয়োজনীয় পরিমাণ টাকা আদায় করে নিতে হবে
৮. প্রত্যেক ঋণ-গ্রহীতার একটি করে ঋণ-পাশবই থাকতে হবে

ঋণ আদায়ের পদ্ধতি

১. সমিতির সাপ্তাহিক সভায় ঋণ গ্রহীতাগণ তাদের জন্য নির্ধারিত কিস্তি পরিচালনা কমিটির কোষাধ্যক্ষের নিকট জমা দেবেন
২. সমিতি তদারককারী কর্মকর্তা কর্জ দাদনকালে অর্থাৎ প্রকল্প অনুমোদনের সময় পরিশোধের কিস্তি স্থির করে দেবেন
৩. ঋণ গ্রহীতাগণ ঋণ পরিশোধকালে অবশ্যই ঋণ-পাশবই সাথে আনবেন এবং কিস্তি পরিশোধ করে পাশ বইতে লিপিবদ্ধ করে কর্মকর্তার সই করিয়ে নেবেন
৪. সমিতির যে সাপ্তাহিক সভায় ঋণের কিস্তি আদায় হবে তা পরবর্তী ব্যাংকিং কর্মদিবসে অবশ্যই সমিতির ব্যাংক হিসাবে জমা দিতে হবে
৫. কোন অবস্থাতেই আদায়কৃত কিস্তির টাকা কোষাধ্যক্ষের হাতে ২৪ ঘন্টার বেশী রাখা যাবে না
৬. কোনক্রমেই এক প্রকল্পের টাকা দ্বারা অন্য প্রকল্পের ঋণ পরিশোধ করা যাবে না
৭. সকল প্রকার ঋণ চেকের মাধ্যমে মৎস্য অধিদপ্তরকে পরিশোধ করতে হবে
৮. সকল প্রকার ঋণ ১২% সুদসহ আদায় করা হবে

প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই

যে কোন অর্থনৈতিক প্রকল্প গ্রহণ করার পূর্বে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করা বাঞ্ছনীয়। যে কোন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য বিশেষ করে দু'টি বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে। যথাঃ ১. অর্থনৈতিক সুবিধা ২. সামাজিক সুবিধা
এরপর আরও দুটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে, যেমনঃ-

১. বিনিয়োগকৃত মূলধন কত সময়ের মধ্যে আদায় হবে (Pay back period)
২. বিনিয়োগকৃত মূলধনের উপর অর্জিত মুনাফার পরিমাণ (Rate of return on investment)

মনে রাখতে হবে ঃ যদি কোন প্রকল্প অল্প সময়ে অল্প পুঁজিতে অধিক লাভ আনয়ন করে তবে ঐ প্রকল্পটিই উপযুক্ত (viable)। সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে দেখতে হবে প্রকল্পে ব্যবহৃত উকরণাদি সহজলভ্য কিনা কিংবা উৎপাদিত দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণের সুবিধা আছে কি-না। তারপর প্রকল্পে যে ধরণের বস্তু উৎপাদিত হবে-তার চাহিদা আছে কি-না। আরও দেখতে হবে স্থানীয়ভাবে চাহিদার পরিমাণ বেশী না-কি দূরবর্তী স্থানে চাহিদা বেশী।
আবার যে প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হবে দেখতে হবে সামাজিক দিক দিয়ে উহার কতটুকু সুবিধা বিদ্যমান।
যেমনঃ মাছের ব্যবসা করলে অর্থনৈতিক দিক থেকে বেশী লাভবান হওয়া যাবে সত্যি কিন্তু সামাজিক দিক থেকে উহা গ্রহণযোগ্য হবে, না-কি সমাজে এর খুব খারাপ প্রভাব (effect) পড়বে, বা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরী ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা আছে কি-না এগুলো ভালো করে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।

ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল
কাঠামো ও পরিচালনা পদ্ধতি
Revolving Loan Fund (RLF)
Structure and Operational Process

১. ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল (RLF) জেলাভিত্তিক পরিচালিত হবে
২. জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও BOBP এর একজন প্রতিনিধি সমন্বয়ে দুই সদস্যবিশিষ্ট পরিচালনা কমিটি থাকবে
৩. জেলা সদর বাণিজ্যিক ব্যাংকে ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল হিসাব (Revolving Loan Fund Account অর্থাৎ (RLF A/C) নামে একটি হিসাব খুলতে হবে
৪. উক্ত হিসাব জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও BOBP 'র প্রতিনিধির যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে
৫. BOBP বা মৎস্য অধিদপ্তর উক্ত হিসাবে জেলার প্রয়োজনীয় তহবিল সরবরাহ করবেন
৬. উক্ত জেলার অন্তর্গত উপজেলাসমূহের বিভিন্ন সমিতির নামে মঞ্জুরীকৃত ঋণের টাকা ঋণ কার্যক্রমের নগদ টাকার প্রবাহ চার্ট অনুযায়ী জেলা ঘূর্ণায়মান ঋণ-হিসাব (RLF Account) থেকে সরাসরি স্ব-স্ব উপজেলার সমিতির নিজস্ব ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর (Money Transfer) করা হবে
৭. সমিতির পরিচালনা কমিটি রেজুলেশন-এর মাধ্যমে উক্ত টাকা ব্যাংক থেকে উঠিয়ে মঞ্জুরীকৃত প্রকল্প অনুযায়ী সদস্যের মধ্যে ঋণ বিতরণ করবেন
৮. ঋণ গ্রহীতাদের কাছ থেকে ঋণের আসল ও সুদ আদায় করে সমিতির ব্যাংক হিসাবে জমা করা হবে। উক্ত হিসাব থেকে "ঋণ পরিশোধ সূচী" (Loan Repayment Schedule) অনুযায়ী জেলা ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল হিসাবে (আর. এল. এফ. একাউন্টে) চেকের মাধ্যমে ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধ করা হবে।
৯. ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিলে জমাকৃত সুদের টাকা বৎসর শেষে অর্জিত সুদসহ স্ব-স্ব সমিতির ব্যাংক হিসাবে সঞ্চয় খাতে প্রেরণ করা হবে

* সমিতির মাসিক প্রতিবেদন

সমিতির নাম ঃ **মাস ঃ**

ক্রমিক নং	বিবরণ	চলতি মাসের তথ্য	পূর্ববর্তী মাসের তথ্য	মোট	মন্তব্য
১	সদস্য সংখ্যা				
২	সাপ্তাহিক সঞ্চয়				
৩	ঋণ গ্রহণের পরিমাণ (আসল)				
৪	ঋণ পরিশোধের পরিমাণ আসল সুদ				
৫	গৃহীত অর্থনৈতিক প্রকল্পের সংখ্যা				
৬					
৭					
৮					
৯					
১০					

* মাসিক ঋণ কার্যক্রম প্রতিবেদন

সমিতির নাম :

মাসের নাম :

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও নম্বর	ঋণ বিতরণের পরিমাণ	ঋণ পরিশোধের পরিমাণ			বকেয়া ঋণের পরিমাণ	অনাদায়ী বকেয়া ঋণের পরিমাণ
		আসল	আসল	সুদ	মোট	আসল	আসল

মোট

কর্মকর্তার স্বাক্ষর

* ঋণআদায়খাতা

প্রকল্পের কিস্তি পরিশোধের বিবরণ

তারিখ	আসল	সুদ	মোট

মোট ঃ

সমিতির নাম ঃ
প্রকল্পের নাম ও নম্বর ঃ
ঋণের পরিমাণ (আসল) ঃ
ঋণের মেয়াদ ঃ
মেয়াদান্তে আদায়যোগ্য টাকাঃ আসল ঃ সুদ ঃ

ক্রমিক নং	সদস্য/সদস্যার নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ঋণের পরিমাণ	কিস্তি পরিশোধের তারিখ ও পরিমাণ			
১				তারিখ	আসল	সুদ	মোট
২							
৩							
৪							

*প্রত্যাভূতি পত্র (গ্যারান্টি বন্ড)

আমি.....পিতা/স্বামী.....

গ্রাম.....ডাকঘর.....উপজেলা.....

জেলা.....গ্রাম সমিতির সদস্য/সদস্যা

মৎস্য অধিদপ্তর/বি. ও. বি. পি. পরিচালিত ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল হইতে.....

তারিখে.....উদ্দেশ্যে.....

টাকা (কথায়.....)

ঋণ গ্রহণ করিয়াছি এবং অঙ্গীকার করিতেছি যে,

১. আমি উক্ত ঋণের উপর বার্ষিক ১২ শতাংশ সুদ দিতে বাধ্য থাকিব।

২. আমি যে উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছি, সেই উদ্দেশ্যেই কাজে লাগাইব এবং তাহার অন্যথা করিব না। অন্যথা হইলে, মঞ্জুরীকৃত সমুদয় অর্থ, সুদ ও অন্যান্য খরচসহ চাহিবামাত্র মৎস্য অধিদপ্তর /বি. ও. বি. পি'কে পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিব।

৩. যতদিন পর্যন্ত উপরিউক্ত ঋণের টাকা তাহার সুদ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ বা দাবীদাওয়া পরিশোধ না হইবে, ততদিন পর্যন্ত উক্ত ঋণের টাকা দ্বারা যে সম্পত্তি/সম্পদ অর্জিত হইবে, তাহার মালিকানা মৎস্য অধিদপ্তর/বি. ও. বি. পি.–এর নিকট দায়বদ্ধ থাকিবে।

৪. যদি আমি ঋণের টাকা যথাসময়ে পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হই, তবে আমার মালিকানাধীন আইনের চোখে বিক্রিযোগ্য স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া মৎস্য অধিদপ্তর/বি. ও. বি. পি. তাহার ঋণের সমুদয় অর্থ সুদ ও অন্যান্য খরচাদিসহ সকল পাওনা আদায় করিয়া লইতে পারিবে। ইহাতে আমার কোন ওজর–আপত্তি থাকিবে না।

উপরিউক্ত শর্তাবলীর মর্ম উপলব্ধি করিয়া সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে সরল মনে ও অন্যের প্ররোচনা ব্যতীত অত্র গ্যারান্টি বন্ডে উপস্থিত স্বাক্ষীগণের সম্মুখে স্বাক্ষর করিলাম/টিপসহি দিলাম।

আমাদের সম্মুখে উপরিউক্ত গ্যারান্টি বন্ড–
দাতা স্বাক্ষর/টিপসহি দিলেন।

(গ্যারান্টি বন্ড দাতার স্বাক্ষর/টিপসহি)

স্বাক্ষী ঃ	১	২	৩
স্বাক্ষর/টিপসহি ঃ	_____	_____	_____
নাম ঃ	_____	_____	_____
পিতা/স্বামীর নাম ঃ	_____	_____	_____
ঠিকানা ঃ	_____	_____	_____

* সুদ হিসাব প্রক্রিয়া ঃ

$$\text{সুদ} = \frac{\text{আসল টাকা} \times \text{সুদের হার} \times \text{সময়}}{১০০}$$

উদাহরণ ১ঃ কামাল মিয়া ৩০০০ টাকা ১লা জুন ৯১ ইং সনে ধার নিয়েছেন। টাকা পরিশোধের তারিখ ৩১ শে মে'৯২ ইং। সুদের শতকরা হার ১২ টাকা। তাকে কতটাকা সুদ দিতে হবে?

এখানে আসল=৩০০০ টাকা

সময়= ১ বৎসর [অর্থাৎ সময় এখানে পূর্ণ বৎসর]

সুদের হার=১২%

$$\therefore \text{সুদ} = \frac{৩০০০ \times ১ \times ১২}{১০০} = ৩৬০ \text{ টাকা}$$

উপরের উদাহরণে কামাল মিয়া টাকা ৩১ শে মার্চ '৯২ ইং তারিখে ফেরত দিলে সুদ হবে নিম্নরূপঃ

আসল=৩০০০

সময়=১০ মাস [সময় পূর্ণমাস হলে]

হার=১২%

$$\therefore \text{সুদ} = \frac{৩০০০ \times ১২ \times ১০}{১০০ \times ১২} = ৩০০ \text{ টাকা}$$

সময় পূর্ণ বৎসর বা মাস না হয়ে দিন হলে সুদ হিসাব

উদাহরণ ২ঃ মনে করি কামাল মিয়া ৩০০০ টাকা ধার নেন ৬-৬-৯০ ইং তারিখে। ফেরত দেন ২৮-২-৯২ ইং তারিখে। সুদ ১২%। সুতরাং কামাল মিয়াকে কত সুদ দিতে হবে?

$$\text{এখানে সুদ} = \frac{\text{আসল} \times \text{সুদের হার} \times \text{মোট দিন}}{১০০ \times ৩৬৫ \text{ (দিন)}}$$

$$= \frac{৩০০০ \times ১২ \times ২৬৭ \text{ (দিন)}}{১০০ \times ৩৬৫ \text{ (দিন)}} = ২৬৩.০০$$

মোট দিনের সংখ্যা

জুন'৯০-	২৪	দিন
জুলাই-	৩১	"
আগষ্ট-	৩১	"
সেপ্টেম্বর-	৩০	"
অক্টোবর-	৩১	"
নভেম্বর-	৩০	"
ডিসেম্বর-	৩১	"
জানুয়ারী-	৩১	"
ফেব্রুয়ারী-	২৮	"
	২৬৭	দিন

*অর্থের চাহিদা পত্র.....মাসের জন্য

সমিতির নামঃ
উপজেলাঃ
জেলাঃ

খরচের বিবরণ

খরচের খাত	পূর্ববর্তী মাসের প্রকৃত খরচ			চলতি মাসের আনুমানিক খরচ		
ক. সমিতির ঋণ						
খ. অন্যান্য আবর্তক খরচ						
১. কাগজ-কলম						
২. যাতায়াত						
৩.						
৪.						
৫.						
মোট টাকা						
বাদঃ ১ প্রারম্ভিক জের (নগদ ও ব্যাংক) টাকা						
প্রয়োজনীয় অর্থ টাকা						
কথায়ঃ মাত্র						

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার স্বাক্ষর

তারিখ.....
নাম.....
পদবী.....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

তারিখ.....
নাম.....
পদবী

* সঞ্চয় আদায় রেজিষ্টার

সমিতির নাম ঃ
উপজেলা ঃ
জেলা ঃ

ক্রমিক নং	সদস্য/সদস্যার নাম	পিতা/স্বামীর নাম	পূর্বের সাপ্তাহিক সভার তারিখ জমা ও সঞ্চয় আদায়ের পরিমাণ						মোট
			তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	